২৯-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৫-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগের দিন মহা আনন্দোৎসব উদযাপনের দিন

আজ, সুমহান বাবা বাচ্চাদের বড়দিনের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । কিশমিশের থেকেও মিষ্টি সব বাচ্চাদের, বাবা খ্রিস্টমাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন । সবচেয়ে বড় দিন হলো সঙ্গমযুগের দিন । খারাপ দিন শেষ হয়ে এসেছে আর এখন সঙ্গমযুগের খুশির দিন উৎসাহের সাথে উদযাপন করতে হবে । এই দিনেই বৃক্ষপতি কল্প বৃক্ষের কাহিনী শোনান । এই সঙ্গমযুগের বড়দিনে কল্পবৃক্ষের ফাউন্ডেশনে দীপ্যমান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা ঝলমল করছে আর সারা কল্প বৃক্ষকে ঝলমলে করে তুলছে । লাকি এবং লাভলী নক্ষত্রগণ বৃক্ষকে অতি সুন্দর বানিয়ে রাখে । দ্যুতিমান চৈতন্য নক্ষত্রগণ বৃক্ষের ডেকরেশন । বৃক্ষের হোয়াইট আর লাইট ফরিস্তা অতিশয় উজ্জ্বল হয়ে সমগ্র বৃক্ষকে দ্যুতিমান করে তোলে । এরই স্মারক হিসেবে এই দিনের জন্য লোকে খ্রিষ্টমাস ট্রি সাজায় । সঙ্গমযুগে বড় দিনে উৎসাহের সাথে উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে তোমরা রাতকে দিন বানিয়ে দাও, অন্ধকারকে আলোতে । ব্রাহ্মণ পরিবার এই বড় দিনে মিলিত হয়ে আত্মার ভোজন, ব্রহ্মা ভোজন ভালোবেসে খায়, এইজন্য স্মৃতিচিহ্ন রূপেও সপরিবারে সানন্দে পানভোজন করে । সারা কল্পে আনন্দ উদযাপনের দিন বা আনন্দের যুগ হলো সঙ্গমযুগ, যে সঙ্গমযুগে যত ইচ্ছে হৃদয় ভরে আনন্দ করতে পারো । জ্ঞান অমৃতের নেশা ভালোবাসায় তোমাদের লাভলীন বানায় । লোকে এই রুহানী নেশা বড়দিনে বিশেষভাবে অনুভব করে । সঙ্গমযুগের ব্রহ্মমুহূর্ত অমৃতবেলায় তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের নয়ন উন্মিলীত করো আর কিসের প্রাপ্তি হয় তোমাদের ? কতো উপহার পেয়েছো তোমরা ? তোমরা নয়ন মেলেছো আর তোমাদের বৃদ্ধ বাবাকে দেখেছো । তোমরা শ্বেত বাবাকে দেখেছো । সাদার মধ্যে লাল দেখেছো, তাই না ? কাকে দেখেছো তোমরা ? শান্তিকর্তা বাবাকে দেখেছো । তিনি তোমাদের কতো উপহার দিয়েছেন ? এত উপহার দিয়েছেন যে জন্ম জন্ম ধরে সেই উপহারে তোমরা পালিত হতে থাকবে । কোনকিছু কিনতে হবে না । সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপহার যা হীরের থেকেও অধিক মূল্যবান, স্নেহের বালা দিয়েছেন, তিনি তোমাদের ঈশ্বরীয় জাদুর বালা দিয়েছেন । এর সাথে তোমাদের যখন যেমন চাই সঙ্কল্প দ্বারা আহ্বান করার সাথে সাথে সেটা প্রাপ্ত করতে পারো । ব্রাহ্মণদের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব থাকে না । তোমরা তোমাদের নয়ন মেলার সাথে সাথেই এইরকম উপহার তোমরা সব বাচ্চারা পেয়ে যাও । সবাই তোমরা লাভ করেছো, তাই না ! কেউ বাদ থেকে যায়নি তো ? এটা বড়দিনের মহত্ব । ফার্স্ট ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্মরণিক চিহ্ন লাস্ট ধর্ম পর্যন্ত অব্যাহত আছে, কারণ তোমরা সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা সমগ্র বৃক্ষের ফাউন্ডেশন । সকল আত্মাদের তোমরাই তো পিতামহ প্রপিতামহ । তারা সবাই তোমাদের শাখা । এই কারণে, আজও, সমস্ত ধর্মের আত্মারা, তোমরা সব আত্মাদের কোনো না কোনো রূপে এবং তোমাদের সঙ্গমযুগী রীতি রেওয়াজ এখনও পর্যন্ত পালন করে চলেছে । স্মরণাতীত সময় ধরে তোমরা এমনই পূজ্য আত্মা । তুলনামূলকভাবে পরম আত্মার থেকেও ডবল পূজ্য তোমরা ! এইরকম নিজেদের বড় থেকেও বড়, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাবতে ভাবতে আনন্দের দিন যাপন করছো, তাই না ! আনন্দ উদযাপনের দিন কতো অল্প ! কল্পের হিসেবে একটাই বড়দিন, খুব করে উদযাপন করো । খুশিতে নাচো ! ব্রহ্মা ভোজন খাও আর খুশির গীত গাও । আর কোনও চিন্তা আছে তোমাদের ? বেফিকর বাদশাহ সারাদিন কি করে ? আনন্দই তো করতে থাকে, তাই না ! মনের প্রফুল্লতা উদযাপন করো । হদের দিনের আনন্দ উপভোগ

কোরোনা । বেহদের দিনের, বেহদের বেগমের তৃপ্তিলাভ করো । বুঝেছ তোমরা ? তোমরা ব্রাহ্মণ সংসারে এসেছো, কেন ? আনন্দোৎসব পালন করতে । আচ্ছা ।

আজ, সবচেয়ে বড়দিনের উৎসব আনন্দে পালন করার জন্য চতুর্দিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষ অভিনন্দন । মিলনের উপহার দিতে বাপদাদা বিশেষভাবে এসেছেন । এখন তোমরা সংখ্যায় খুব কম, তবুও তোমাদের দূরে বসে থাকতে হচ্ছে । যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তখন পলকমাত্র দর্শনেই সবকিছু হয়ে যাবে । সেই সময় মিলনের আর কোন চান্স থাকবে না । শুধু এক ঝলক দর্শন পাবে । দৃষ্টি, দর্শনে পরিবর্তিত হবে । তোমরা যে দৃষ্টি লাভ করো, অন্তে ভক্তিমার্গে তারা শুধু তা' দর্শন শব্দে অভিহিত করে । ডবল বিদেশিদের বিশেষ নেশা কি ? একটা গীত আছে, উঁচু উঁচু প্রাচীর, বড় বড় সাগর, দুনিয়ার সব দেশেই তো বেড়া আছে ! সুতরাং, দেশের উঁচু উঁচু বেড়া, ধর্মের বেড়া, নলেজের বেড়া, বিশ্বাসের বেড়া, রীতি-রেওয়াজের বেড়া, সব পার করতে করতে এসেছো তোমরা । ভারতবাসীও তো বাবার সাথে দেখা করেছে, ভারতবাসী বরসাও লাভ করেছে, কিন্তু তারা একই দেশের । তাদের এত কিছু বাধা পার করতে হয়নি । শুধু ভক্তির বেড়া ক্রস করেছে । কিন্তু ডবল বিদেশি বাচ্চারা অনেক রকম বাধা ডিঙিয়ে এসেছে, এইজন্য তাদের ডবল নেশা । দুনিয়ার অনেক রকমের পর্দা তোমরা পার করেছো, এইজন্য সব প্রতিবন্ধকতা পার করে আসা বাচ্চাদের ডবল স্মরণ-স্নেহ । তোমরা সেই মেহনত তো করেছো, তাই না ! কিন্তু বাবার ভালোবাসা তোমাদের সেই মেহনত ভুলিয়ে দিয়েছে । আচ্ছা ।

সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য আত্মাদের, সবাইকে লাইট মাইট দেয় এমন মহান বাচ্চাদের, যারা আনন্দের সংসারে সদা রুহানী আনন্দ উদযাপন করে, উৎসব মনে করে যারা প্রতিদিন উৎসাহে থাকে, বেহদের ঈশ্বরীয় উপহার প্রাপ্তকারী এমন ঝকমকে, উৎসাহে ভরপুর কল্পবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বিদেশি ভাই-বোনেদের সাথে : -

১) সবাই তোমরা নিজেকে হারানিধি মনে করো তো ? কতো সস্নেহে বাবা তোমাদের চারদিক থেকে খুঁজে খুঁজে ফুলের তোড়াতে রেখেছেন । ফুলের তোড়ায় এসে সবাই রুহানী গোলাপ হয়ে গেছ । রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যে অবিনাশী সুগন্ধি দেয় । নিজেকে এমন অনুভব করো ? প্রত্যেকের এইরকম নেশা আছে তো আমরা বাবার প্রিয় ! সবাই বলবে আমার মতো প্রিয় বাবার কেউ নেই । ঠিক যেমন বাবার মতো প্রিয় আর কেউ নেই । তোমরা বাচ্চারাও বলবে, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব অনুযায়ী তোমাদের সকলের প্রতি বাবার বিশেষ স্নেহ আছে । নম্বরক্রমে হলেও তোমরা সবাই বিশেষভাবে স্নেহী । তোমরা সব বাচ্চাদের মূল্য শুধু বাবা জানেন আর তোমরা জানো, আর কেউ জানতে পারেনা । অন্যেরা তোমাদের সাধারণ মনে করে, কিন্তু বাবা যাদের তাঁর আপন করেছেন তোমরা হ'লে সেই কোটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকের মধ্যে থেকেও বাছাই করা কেউ ! সাথে সাথেই তোমরা বাবার হয়ে গেছ, সর্বপ্রাপ্তি লাভ করেছো । বাবা তোমাদের সর্ব খাজানার চাবি দিয়েছেন । নিজের কাছে রাখেননি । তাঁর কাছে এত চাবি আছে যেগুলো তোমাদের সবাইকে দিয়েছেন । এই মাস্টার কী (চাবি) এমন যা দিয়ে তোমরা ইচ্ছেমতো যেকোন খাজানা খুলে সেই খাজানা প্রাপ্ত করতে পারো । তোমাদের কোনো মেহনত করতে হয়না । এমনিতেও লন্ডন রাজতন্ত্রের স্থান, তাই না ! তোমরা প্রজা হতে যাচ্ছ না । সবাই তোমরা সেবাতে এগিয়ে যাবে ।

যেখানে প্রাপ্তি, সেখানে সেবা ব্যতীত তোমরা থাকতে পারোনা । সেবা কম অর্থাৎ প্রাপ্তিও কম । যারা প্রাপ্তিস্বরূপ, তারা সেবা ছাড়া থাকতে পারেনা । দেখ, সবাই তোমরা যদিও বা দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে গেছ, তবুও বাবা তোমাদের বিদেশ থেকে খুঁজে বার করে তোমাদের তাঁর নিজের
বানিয়েছেন । যত দূরেই যাও না কেন বাবা তোমাদের ধরেই ফেলেছেন, আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের সাথে :- সবাই তোমরা মহাবীর, তাই না ? মহাবীর গ্রুপ অর্থাৎ যারা সদাসর্বদার জন্য মায়াকে বিদায় জানিয়ে দেয় । এইরকম সেরিমনি তোমরা পালন করেছো ? বাপদাদা সব সময় বলেন, অস্ট্রেলিয়া বাহাদুরের স্থান । সুতরাং, অস্ট্রেলিয়া নিবাসী সদাই মায়াকে বিদায় দেয়, কারণ বাবা তোমাদের সাথে আছেন, সুতরাং বাবার সঙ্গে যখন তোমরা আছো, মায়া তোমাদের কাছে আসতে পারেনা । বাবা সবসময় তোমাদের সাথেই, সুতরাং মায়ার বিদায় তো হয়েই গেল, তাই না ! যারা বিদায় জানায় তারা সন্তুষ্টমণি । তারা নিজেরাও সন্তুষ্ট, সেবার সাথেও সন্তুষ্ট, সম্পর্কেও সন্তুষ্ট । সবার সাথে সন্তুষ্ট এমন সন্তুষ্টমণিরা সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন । সুতরাং যারা সিংহাসনাসীন হবে তারা সদা খুশি আর নেশাতে থাকবে । বাপদাদা সন্তুস্টমণি, মহাবীর গ্রুপ তথা মায়াজিৎ গ্রুপকেও দেখছেন ।

দৃশ্যতঃ, সবাই তোমরা অনুভাবী আত্মা । তোমরা সেবাধারীও । সেবার বিশেষত্বে যেমন লন্ডনের বিশেষ পার্ট আছে, অস্ট্রেলিয়ারও বিশেষ পার্ট আছে । অস্ট্রেলিয়া নিবাসীদের বাপদাদা সদা তাদের সার্টিফিকেট দেন, যারা সেবাতে এভার রেডি এবং সদা সেবার বৃদ্ধি করে যাচ্ছে । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময়ঃ - এখন তোমরা সবাই জেগে উঠছো, তোমাদের জন্য কোথাও না কোথাও জাগরণ হতেই থাকে । তোমাদের ভক্তরা তোমাদের জন্য জাগরণ করে, তবে তোমরা যদি এখন করো তো সেটা এমন কি বড় ব্যাপার ! সঙ্গমযুগেই সবকিছু শুরু হয় । যা তোমরা জ্ঞানে করছো, সেটা লোকে ভক্তিতে করছে । ভক্তির ফাউন্ডেশনও সঙ্গমেই স্থাপনা হয় । সেটা ভাবনা আর এটা জ্ঞান । সবাই তোমরা সেবায় যাচ্ছ । এমন নয় যে তোমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছ, না, যাওয়া অর্থাৎ সেবার প্রমাণ ফিরিয়ে আনা । খালি হাতে ফিরে এসোনা । অন্ততঃ উপহার হিসেবে পুষ্পস্তবক তো দেওয়া হয়ে থাকে । সুতরাং ফুলের তোড়া নিয়ে এসো বা ব্যাটন (পদমর্যাদাসূচক ক্ষুদ্র দন্ড)। ফর্মে এই কোশ্চেনও অ্যাড করতে হবে, এক বছরে তোমরা কতটা প্রস্তুত হয়েছো যারা শুন্য হাতে এসেছে তাদের দ্বিতীয়বার সার্টিফিকেট দিওনা । এক বছরে অন্ততঃ একজনকে তৈরি করে তাকে তোমার সাথে ফিরিয়ে আনো । আচ্ছা !

অব্যক্ত মহাবাক্য -

বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানাও
সবচেয়ে তীব্রগতির সেবা হলো, বৃত্তি দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়া । দ্রুততম রকেটের থেকেও তোমাদের বৃত্তি অনেক তীব্র । তোমরা তোমাদের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে পারো । তোমরা যেখানে চাও, যতো বেশি সম্ভব আত্মাদের প্রতি হোক তুমি তোমার বৃত্তি দ্বারা এখানে বসে বসে পৌঁছাতে পারো । বৃত্তি দ্বারা দৃষ্টি এবং সৃষ্টি পরিবর্তন করতে পারো । তোমার বৃত্তিতে সবার প্রতি শুধু শুভ ভাবনা, শুভ কামনা হবে । বিশ্ব কল্যাণ করার জন্য তোমার বৃত্তি, দৃষ্টি এবং স্থিতি সদা বেহদের হতে হবে । কোনো আত্মার প্রতি বৃত্তিতে সামান্যতমও নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাবনা যেন

না থাকে । নেগেটিভ বিষয়কে পরিবর্তন করা আলাদা ব্যাপার । কিন্তু যে স্বয়ং নেগেটিভ বৃত্তির হবে সে অন্যের নেগেটিভকে পজিটিভে চেঞ্জ করতে পারেনা ।

স্থাপনার আদিতে তাদের সাধনের অভাব ছিলোনা, কিন্তু তারা সবাই বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির ভাট্টিতে ছিলো । ১৪ বছর তারা যে তপস্যা করেছিলো, তা' বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ছিলো । বাপদাদা এখন অনেক সাধন দিয়েছেন, সাধনের কোনো কমতি নেই, কিন্তু সবকিছু থাকতেও তোমাদের বেহদ বৈরাগ্যের বৃত্তি থাকতে হবে । তোমাদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল ব্যতীত আত্মারা সুখী, শান্ত হতে পারবে না, মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে না, সুতরাং সব আবশ্যক সাধন ইউজ করো কিন্তু যতোটা সম্ভব ততোটা হৃদয়ের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা ব্যবহার করো, সাধন সমূহের বশীভূত হয়ে নয় । এখন চারিদিকে সাধনার বায়ুমন্ডল বানাও । সময়ের নৈকট্য অনুযায়ী এখন প্রকৃত তপস্যা বা সাধনাই হলো "বেহদের বৈরাগ্য" ।

বর্তমান বিশ্বে একদিকে ভ্রষ্টাচার, অত্যাচারের আগুন, অন্যদিকে প্রয়োজন তোমরা সব বাচ্চাদের পাওয়ারফুল যোগ অর্থাৎ জ্বালা রূপে একাগ্রতার অগ্নি । জ্বালারূপ এই ভ্রষ্টাচার, অত্যাচারের অগ্নি সমাপ্ত করে সকল আত্মাদের সহযোগ দেবে । তোমাদের গভীর ভালোবাসা জ্বালারূপ হতে দাও অর্থাৎ পাওয়ারফুল যোগ হতে হবে এবং তোমাদের বৃত্তিতে সকলের জন্য কল্যানকারী ভাবনা রাখতে হবে, তবেই এই একাগ্রতার অগ্নি সেই অগ্নিকে সমাপ্ত করবে, অন্যদিকে এটা আত্মাদের পরমাত্মার সন্দেশ এবং শীতল স্বরূপের অনুভূতি করাবে । এইজন্য তোমাদের দৃষ্টি-বৃত্তিতে অধিক মাত্রায় পবিত্রতাকে আন্ডারলাইন করো । যাই হোক, এইজন্য মূল ফাউন্ডেশন জ্ঞান এবং শক্তির প্রতিমূর্তি হও আর তোমাদের সঙ্কল্পকে শুদ্ধ বানাও । সুতরাং, তোমাদের ভাইব্রেশন, বৃত্তি এবং পবিত্র ভাবনা দ্বারা অন্যের মায়া সহজেই চলে যাবে । যদি তোমরা কেন কি - এর মধ্যে ধরো, তবে না তোমাদের মায়া যাবে না অন্যদের যাবে ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের দু'রকমের কাজ করতে হবে, এক, আত্মাদের যোগ্য এবং যোগী বানাতে হবে, দুই, ধরিত্রীকেও তৈরি করতে হবে । এইজন্য বাণীর সাথে তোমাদের বৃত্তিকে আরও তীব্রগতিতে পরিবর্তন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ তোমাদের বৃত্তি দ্বারাই বায়ুমন্ডল তৈরি হবে এবং বাতাবরণের প্রভাব প্রকৃতির ওপর পড়বে, একমাত্র তখনই এটা তৈরি হবে । তোমাদের বাণী এবং বৃত্তি - এই দুইয়ের সাথে সেবাতে নিযুক্ত থাকো । তোমাদের কথন, কর্ম আর বৃত্তিতে হালকা ভাবের অনুভব করতে হবে । এইরকম নয়, তুমি বললে আমি তো হালকা কিন্তু অন্যেরা আমাকে বোঝেনা অথবা চেনেনা । যদি না চেনে তবে তুমি তোমার উইল পাওয়ার দিয়ে তুমি তোমার পরিচয় তাদের দিতে পারো । কমপক্ষে ৯৫% সকলের পছন্দের হও । তোমাদের কর্ম এবং বৃত্তি যেন তাদের পরিবর্তন করে । এইজন্য শুধু তোমাদের সহনশক্তি ধারণ করা আবশ্যক । যদি তোমাদের বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে, তবে সেকেন্ডের সঙ্কল্প এবং দৃষ্টিতে, আর তোমাদের হৃদয়ের স্মিতহাসিতে মাত্র এক সেকেন্ডে কাউকে অনেক কিছু দিতে পারো । যে-ই আসুক তাকে গিফ্ট দাও, শূণ্যহাতে তাদের যেতে দিওনা ।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রতিটা পরিস্থিতিকে যদি পজিটিভ বৃত্তি দ্বারা দেখ, শোনো বা ভাবো তবে কখনো ক্রোধ বা বলপ্রয়োগ করতে হবেনা । তোমরা মাস্টার স্নেহের সাগর, সুতরাং, তোমাদের নয়নে, বৈশিষ্ট্যে, বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে সামান্যতমও অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা, এইজন্য যা কিছুই হোক, সমগ্র

দুনিয়াই যদি তোমাদের প্রতি ক্রোধ করে কিন্তু তোমরা, মাস্টার স্নেহের সাগর দুনিয়ার পরোয়া না ক'রে বেপরোয়া বাদশাহ হও, তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল তৈরি হবে । আজকাল, সাইন্সের সাধনের দ্বারা রাফ বস্তুকেও অনেক সুন্দর রূপে বদলে দেয়, সুতরাং তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নেগেটিভ অথবা ব্যর্থকে পজিটিভে বদলে দিতে হবে । তোমাদের মন আর বুদ্ধি এমন হতে হবে, যাতে কোনরকম নেগেটিভ তাদের টাচ না করতে পারে, সেকেন্ডে পরিবর্তন হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ – দিনচর্যার সেটিং আর বাবার সঙ্গ দ্বারা প্রতিটা কার্য অ্যাক্যুরেট করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

দুনিয়াতে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি হয় তাদের দিনচর্যা সেট করা থাকে । যেকোন কাজ তখনই অ্যাক্যুরেট হয় যখন দিনচর্যা সেটিং হয় । সবকিছু সেটিংয়ে তোমাদের সময় এবং এনার্জি সাশ্রয় হয়, একজন ব্যক্তিই দশটা কাজ করতে পারে । সুতরাং, প্রতি কাজে সফলতা প্রাপ্ত করতে তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী, দায়িত্বশীল আত্মারা তোমাদের দিনচর্যা সেট করতে হবে এবং বাবার সাথে সদা কম্বাইন্ড হয়ে থাকতে হবে । হাজার ভুজধারী বাবা তোমাদের সাথে আছেন, সুতরাং এক কার্যের পরিবর্তে হাজার কার্য অ্যাক্যুরেট করতে পারো ।

স্লোগানঃ – সকল আত্মাদের প্রতি শুদ্ধ সঙ্কল্প করাই বরদানী মূর্ত হওয়া ।